ঘুর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য ইউএসএস কিয়ারসার্জ এসে পৌঁছেছে

ঢাকা, ২৪শে নভেম্বর -- গতকাল ২৩শে নভেম্বর এক দিনের সফরে ঢাকায় এসে যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিফিক কম্যান্ড-এর অধিনায়ক অ্যাডমিরাল টিমোথি কিটিং ঘোষণা করেন যে ঘুর্ণিঝড় সিডর-এর কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য সে দেশের জাহাজ ইউএসএস কিয়ারসার্জ বাংলাদেশের উপকূলের অদুরে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও সহযোগিতা দেয়ার জন্য এই পুরো কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন 'মেরিন এ·পিডিশনারি ব্রিগেড'-এর মেরিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রোনাল্ড বেইলি।

চলমান ত্রাণ তৎপরতা এবং যুক্তরাষ্ট্র সেখানে কিভাবে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অ্যাডমিরাল কিটিং, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বেইলি, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদুত গীতা পাসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ এবং বাংলাদশ সশস্¿ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন। এই সহায়তা কার্যক্রম চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সাথে একত্রে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে লিয়াজোঁ অফিসারদের নিয়োগ করতে তারা একমত হন।

ঘুর্ণিঝড়ে প্রাণহানির জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শোক প্রকাশ করে অ্যাডমিরাল কিটিং চলমান ত্রাণ তৎপরদায় নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করার প্রতিশ্র"তি ব্যক্ত করেন। ঘুর্ণিঝড় উপদ্র"ত এলাকায় যে সব হাজার হাজার গ্রামে পানীয় জল নষ্ট হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র সে সব এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে সহায়তা করবে। এ ছাড়াও, কিয়ারসার্জ-এর মেডিক্যাল টিম ওই সকল এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার জন্য মোতায়েন করা হবে।

সিডর-এ আক্রান্ত্ম এলাকাগুলোর মধ্যে যে সব জায়গায় বিশুদ্ধ পানির সবচেয়ে বেশি দরকার সে সব জায়গার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই পানি বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থা (ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম) সরবরাহ করতে শুর" করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মুল বৈদেশিক সহায়তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র আন্ত্মর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) বেসরকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এ পর্যন্ত্ম দশটি 'ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম' সরবরাহ করেছে। এগুলোর প্রতিটি দিনে দশ হাজার থেকে পনের হাজার লিটার পর্যন্ত্ম পানি বিশুদ্ধ করতে পারে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরো চারটি 'ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম' এসে পৌঁছাবে বলে আশা করা হ"ছ।

ইউএসএস কিয়ারসার্জ যা এর আগে ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছিল, বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়ার জন্য তা বঙ্গোপসাগর অভিমুখে রওনা দিয়ে ২৩শে নভেম্বর বাংলাদশের উপকূলে এসে পৌঁছেছে। মানবিক ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা দিতে সক্ষম এই যুদ্ধ জাহাজটিতে ২০টি হেলিকপ্টার রয়েছে যেগুলো ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হতে পারে এবং খাদ্য, পানি ও চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে প্রত্যন্ত্ম অঞ্চলগুলোতে পৌঁছাতে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করতে পারে। চারটি প্রধান এবং দু'টি ইমার্জেন্সি অপারেটিং র"ম, এ·-রে করার সুবিধা, গবেষণাগার, এবং ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ড সুবিধাসহ এই জাহাজে উলেখযোগ্য পরিমাণ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ১৯৯৩ সালে কমিশন করা এই জাহাজটির ঘাঁটি ভার্জিনিয়ার নরফোক-এ।

এ সংক্রান্ত্ম অতিরিক্ত কোন তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের ৎৎৎ.ফযধশধঁ.ংবসনধংঃু.মড়া/পুপষড়হবথংরফৎ.যঃসষ 'সাইক্লোন সিডর রিলিফ পেজ' দেখুন অথবা যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের
৮৮৫-৫৫০০ নম্বরে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসের সাথে যোগাযোগ কর"ন।

==========

জিআর/ ২০০৭